অধ্যায় ১৩ : চিত্রনাট্যকার

বিন্যাসক্রম

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১৩.২ পরিচিতি

১৩.৩ চিত্রনাট্যকারের যোগত্যা

১৩.৪ চিত্রনাট্যকারের পালনীয় কর্তব্য

১৩.৫ চিত্রনাট্যকারের সমস্যা ও সংকট

১৩.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

১৩.৭ অতিরিক্ত পঠন

১৩.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১৩.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- চিত্রনাট্যকার কে, সে বিষয়ে জানতে পারবেন।
- একজন সফল চিত্রনাট্যকার হয়ে ওঠার শর্ত বা যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- চিত্রনাট্যকারের পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে সুষ্ঠু অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

১৩.২ পরিচিতি

পৃথিবী সৃষ্টির পরবর্তীতে তার অভ্যন্তরে বিস্ময়কর নির্মাণ হল মানব ও তার রচিত সভ্যতা। আর এই মানব সভ্যতার আধুনিক শিল্পগত নির্মাণের একটি সফলতম দিক হল চলচ্চিত্র নির্মাণ। এই যে চলচ্চিত্র তারই পরিকাঠামোগত অংশের প্রাণপুরুষ হলেন একজন সফল চিত্রনাট্যকার। একজন চিত্রনাট্যকার হলেন যিনি একটি চলচ্চিত্রের মূল অবলম্বন চিত্রনাট্যটি রচনা করেন বা লেখেন। চলচ্চিত্র যেহেতু একটি বহুমুখী শিল্প, তাই এতে বহুর উপর নির্মাণের দায়িত্ব বর্তায়, তা সত্ত্বেও চিত্রনাট্যকার হলেন চলচ্চিত্রের কাঠামো নির্মাণে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। যিনি তাঁর জ্ঞানের অধ্যবসায় একটি সফল চলচ্চিত্রের প্রাথমিক অবয়ব নির্মাণ করে থাকেন। চলচ্চিত্র সাহিত্য পদবাচ্য হবে কিনা এ নিয়ে বহু মতবিরোধ থাকলেও একথা বলা কখনোই অত্যুক্তি হবে না যে এক্ষেত্রে একজন চিত্রনাট্যকারের দায়িত্ব একজন সাহিত্যিকের থেকে কোনো অংশেই কম নয়। একসময় কবিগুরু বলেছিলেন—

> "সাহিত্য অর্থেই একত্রে থাকিবার ভাব— মানবের 'সহিত' থাকিবার ভাব— মানুষকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা। সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে শীততাপ সঞ্চারিত হয়, বায়ু প্রভাবিত হয়, ঋতুচক্র ফিরে, গন্ধ গান ও রূপের হাট বসিয়া যায়। উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়।"

প্রায় একই উদ্দেশ্যে চিত্রনাট্যকারও তাই নিজের আত্মা, মন ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি সফল চিত্রনাট্য নির্মাণ করেন। আসলে এক্ষেত্রে একজন চিইত্রনাট্যকার ও একজন সাহিত্যিকের শিল্প উদ্দেশ্যের খুব একটা বড় রকম তফাৎ পরিলক্ষিত হয় না।

একটি চিত্রনাট্য রচনার সব থেকে বড় কথা এই যে, চিত্রনাট্যকার তাঁর নিজেস্ব সত্তাকে সম্পূর্ণ বিলীন করে, তাঁর চরিত্রের অন্তরে প্রবেশ করে সেই চরিত্রের সত্তাটিকে সংলাপের দ্বারা ফুটিয়ে তোলেন। আসলে একজন চিত্রনাট্যকার যখন চলচ্চিত্রের মূল কায়া গঠন করেন তখন তাঁর দৃষ্টি থাকে সামগ্রিকতার উপর, অর্থাৎ একজন চিত্রনাট্যকার গৃহীত কাহিনির সামগ্রিক অবয়বের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। এক্ষেত্রে তাঁর কোনো ধরনের শিথিলতা সমগ্র চিত্রনাট্যটিকে নষ্ট করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অসাধারণ না হলেও ব্যতিক্রমী কারণ তার কাজ দর্শকের মনপূতঃ চিত্রনাট্য নির্মাণ করা। সেক্ষেত্রে একটি গল্পকে কেবল সংলাপধর্মী করে লিখেই তিনি তাঁর দায়িত্বকে শেষ করতে পারেন না। কারণ চিত্রনাট্য লেখার সময় একজন চিত্রনাট্যকার যেমন গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেন দর্শক রুচির দিকটি, ঠিক তেমনি তাঁর মাথায় সর্বদা কাজ করে ক্যামেরার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের প্রসঙ্গটিও অর্থাৎ কোন দৃশ্যটিকে কীভাবে নির্মাণ করলে তা ক্যামেরার ল্যান্সে সঠিক ভাব নিয়ে ফুটে উঠবে সেদিকটাও চিত্রনাট্যকারের মাথায় কাজ করে। এছাড়াও চিত্রনাট্যকারের আরও বিভিন্ন দায়িত্ব থাকে যা তাঁকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পালন করতে হয়, নীচে সে সকল দায়িত্ব-কর্তব্য সূত্রাকারে তুলে ধরা হবে।

১৩.৩ চিত্রনাট্যকারের যোগ্যতা

মানব সমাজে প্রত্যেক শিল্পীর ক্ষেত্রেই তাঁর শিল্পী হয়ে ওঠার কিছু যোগ্যতা থাকে, কিছু শর্তের উত্তরণেই একজন সাধারণ ব্যক্তি সার্থক চিত্রনাট্যকার হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ কেবল লেখার ইচ্ছে থেকেই একটি সার্থক চিত্রনাট্য নির্মাণ সম্ভব নয়, এর পেছনে যেমন কাজ করে চিত্রনাট্যকারের গভীর অধ্যবসায় ঠিক তেমনি কার্যকর হয় তার চলচ্চিত্রীয় জ্ঞান। একজন লেখকের মধ্যে যা যা দক্ষতা থাকে, তা একজন সফল চিত্রনাট্যকারের মধ্যেও বর্তমান থাকে। বরং চিত্রনাট্যকার লেখালেখির বাইরেও প্রায় পরিচালকের মতো চলচ্চিত্র নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞান রাখেন। এবারের আলোচনায় একজন সফল চিত্রনাট্যকারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতাকে নিয়ে আলোচনা প্রস্তুত করা হল, কারণ একজন সফল চিত্রনাট্যকার হতে হলে সেই ব্যক্তির মধ্যে নিম্ন বর্ণিত যোগ্যতা বা গুণাবলি থাকা প্রয়োজন—

- প্রথমেই আসা যাক চিত্রনাট্যকারের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রসঙ্গে, একজন সফল চিত্রনাট্যকার হতে হলে কমপক্ষে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
- চিত্রনাট্যকারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা হল তাকে পরিশ্রমী হতে হবে। একথা আমরা সবাই জানি যে পরিশ্রম বিনা কোনো ভালো কাজই সফলতার চাবিকাঠি পায় না। চিত্রনাট্য নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ একজন চিত্রনাট্যকারের অক্লান্ত পরিশ্রমের সার্থক ফল হল একটি সফল চিত্রনাট্য।
- একজন দক্ষ চিত্রনাট্যকারের অভিনয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন, আর চিত্রনাট্যকারের অভিনয় সম্বন্ধীয় যদি কোন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা না থাকে তবে তাঁর রচিত চিত্রনাট্যটি অনেক সময় কিছু অথর্ব মানুষের কাহিনি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে।
- অভিনয়ের পাশাপাশি সংগীত, আবৃত্তি, অঙ্কন, নৃত্য ইত্যাদি শিল্প বিষয়ে স্পষ্ট অভিজ্ঞতা ধারন করা প্রয়োজন। কারণ চলচ্চিত্র যেহেতু মিশ্র শিল্প তাই এই সমস্ত কিছুর প্রয়োজন। তাই চিত্রনাট্যকার বিরাট বড় মাপের সুরকার বা সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও তাঁর সংগীত সম্বন্ধীয় প্রাথমিক ধারণা সুস্পষ্ট ভাবে থাকে প্রয়োজন। অন্যান্য শিল্পগুলোর ক্ষেত্রে একই বক্তব্য সমান প্রযোজ্য।
- একজন চিত্রনাট্যকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। চিত্রনাট্যকারের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উপর চলচ্চিত্রের সাফল্য নির্ভর করে।
- কোনো সাধারণকে চিত্রনাট্যকার হতে হলে তাঁর যেমন বাস্তব-জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি তাঁকে সৃজনশীল হতে হবে। বিষয় দুটি কিছুটা পরস্পর বিরোধী, কারণ যিনি বাস্তবদর্শী তিনি কতটা সৃজনশীল হবেন তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। কিন্তু একজন সফল চিত্রনাট্যকারের মধ্যে তথাকথিত আপাত এই দুই বিরোধী বৈশিষ্ট্যের সার্থক সমন্বয় থাকা একান্ত প্রয়োজন।
- ভাষা দক্ষতা একজন চিত্রনাট্যকারের অন্যতম গুণাবলি। আসলে চিত্রনাট্যকারকে শুদ্ধ বানান, বাক্য রীতি ও শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হতে হয়।
- ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ধর্ম, ভূগোল, পরিবেশ আইন, মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
- আমাদের সকলের মনে কল্পনার একটি বৃহৎ জগত সদা সর্বদা ক্রিয়াশীল, তাই কল্পনার জগৎ নির্মাণ করাও চিত্রনাট্যকারের গুণাবলির মধ্যে আসে, ফলত একজন চিত্রনাট্যকার কল্পনাপ্রবণ হবেন সেটাই বাঞ্ছনীয়।
- পাঠ অভ্যাস একজন দক্ষ চিত্রনাট্যকারের একটি বিশেষ গুণাবলির মধ্যে ধরা হয়ে থাকে, কারণ একজন সফল চিত্রনাট্যকার এই পাঠাভ্যাসের গুণাবলির উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

সব চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যসমূহ পাঠ করবেন। তবে শুধুমাত্র পাঠ করে থমকে যাওয়াই নয় তিনি সেই চিত্রনাট্যসমূহ পাঠের মধ্য দিয়ে অবলোকন করবেন।

- পরিমিতিবোধ একজন চিত্রনাট্যকারের অন্যতম গুণ, অর্থাৎ একজন চিত্রনাট্যকারের মাঝে বিশেষভাবে পরিমিতিবোধ থাকতে হবে।
- চলচ্চিত্রে যেহেতু ক্যামেরার ভূমিকা অন্যতম তাই একজন চিত্রনাট্যকারকে সেই ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। আসলে ক্যামেরার গতি-প্রকৃতি তথা চলচ্চিত্রের ভাষা না বুঝলে একজন চিত্রনাট্যকার সফল চিত্রনাট্য রচনা করতে পারবেন না।
- চারিত্রিক দিক থেকে একজন চিত্রনাট্যকারের সহনশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন সেই সঙ্গে তাঁর মাঝে তাৎক্ষণিক নির্মাণ শৈলী থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। চিত্রনাট্যকারের যোগত্যা উল্লেখ করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১৩.৪ চিত্রনাট্যকারের পালনীয় কর্তব্য

উপরে বর্ণিত যোগ্যতার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তি যখন চিত্রনাট্যকার হয়ে ওঠেন তখন তাঁর কিছু নির্দিষ্ট কাজ তাঁকে একজন চিত্রনাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। আমরা এবার চিত্রনাট্যকারের সেই সকল বিশিষ্ট কাজের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেরাব, নিম্নে অনুচ্ছেদ পরম্পরায় চিত্রনাট্যকারের বিশিষ্ট কার্যপ্রণালীগুলোকে তুলে ধরা হল—

ক) পঠনের অভ্যাস গঠন

চিত্রনাট্যকারের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিভিন্ন ভাষায় লেখা চিত্রনাট্যগুলোকে ভালো করে অধ্যয়ন করা। এক্ষেত্রে চিত্রনাট্যকারকে তাঁর পছন্দের কিছু চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য পড়তে হবে। এর থেকে চিত্রনাট্য বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে এবং তার ফলে চিত্রনাট্যটির ভেতরে চিত্রনাট্যকারের কী পছন্দ আর কী অপছন্দ সেটাও বোঝা যাবে।

খ) চিন্তাধারা লিপিবদ্ধকরণ

লিপিবদ্ধকরণ চিত্রনাট্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কর্তব্য। চিত্রনাট্যকারকে গল্পের বিষয়বস্তু বা কী ধরনের গল্প লিখতে চাইছেন সেই ধারণা লিপিবদ্ধ করতে হবে। গল্পের সমস্ত প্রয়োজনীয় চরিত্র, বিবরণ, সম্পর্ক বিষদভাবে উল্লেখ করতে হবে। গল্পের প্রধান চরিত্র, মূল বিষয়, গল্পের মোড়, প্রধান উদ্দেশ্য এছাড়াও চিত্রনাট্যকার যে সকল বিষয় আলোকপাত করতে চাইছেন তা সব তাঁকে লিখতে হবে।

গ) প্রস্তাবিত খসড়ার বিশ্লেষণ

চলচ্চিত্রে উপস্থাপন যোগ্য কাহিনি লিপিবদ্ধ করার পর চিত্রনাট্যকার কাহিনির ভিতর নিহিত সম্ভাব্য অস্পষ্টতাকে খুঁজে বের করবেন। সেইসঙ্গে দেখবেন তাঁর পরিকল্পিত সব ঘটনার উল্লেখ আছে কিনা? চিত্রনাট্যকারের বাঞ্ছিত ধারণা সঠিকভাবে ব্যক্ত হয়েছে কিনা? মনে রাখতে হবে চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট তৈরি কোনো এক ব্যক্তির কাজ নয় তাই প্রস্তাবিত চিত্রনাট্যটিতে অনেকবার পরিবর্তন, পুনর্বিবেচনা ও পুনর্লিখনের প্রয়োজন হতে পারে এবং তা অবশেষে প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হবে।

ঘ) বিভিন্ন পরিচ্ছেদ সৃজন

একটি সুষ্ঠু চিত্রনাট্যের একটি বিশেষ অংশ তার সুষ্ঠু পরিচ্ছেদ বিন্যাস। সেই পরিচ্ছেদগুলোতে কাহিনিরই একটি অংশ থাকবে, যেখানে কাহিনিরই মতো সূচনা, মধ্যপর্ব ও শেষ থাকবে। তবে এই পরিচ্ছেদগুলো মূল কাহিনির থেকে আলাদা খণ্ড খণ্ড কাহিনির অংশ হিসাবে থাকবে। পরিচ্ছেদগুলোকে চিত্রনাট্যকার সাধারণত দশ থেকে পনেরো পৃষ্ঠার মধ্যে নির্মাণ করবেন এবং তা মূলত চরিত্রকেন্দ্রিক করে উপস্থাপন করবেন। মনে রাখতে হবে পরিচ্ছেদগুলো মূল কাহিনি থেকে আলাদা হলেও এগুলির নিজেস্ব সংঘাত ও উত্তেজনা থাকবে, যেসব মূলত মূল কাহিনিকেই প্রভাবিত করবে।

ঙ) দৃশ্য নির্মাণ

আমরা জানি যে চলচ্চিত্র আমরা দৃশ্য ও শব্দের মাধ্যমে উপলব্ধি করি; তাই চিত্রনাট্যে সর্বদা সঠিক দৃশ্য নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজন। এই দৃশ্যগুলো কাহিনিকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়। কোনো দৃশ্য যদি তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করতে না পারে তবে সেই দৃশ্যটিকে চিত্রনাট্য থেকে বাদ দিতে হয়। উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো দৃশ্য যদি চিত্রনাট্যে থাকে তবে তা দর্শকের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং সম্পূর্ণ কাহিনিটি বিঘ্নিত হতে পারে।

চ) অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জন

চিত্রনাট্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ যখন চিত্রনাট্যকারের কাছে থাকবে, তখন তাঁকে দেখতে হবে লিখিত চিত্রনাট্যটিতে কোনো দুর্বল অংশ আছে নাকি? কাহিনিটি কোথাও অপ্রাসঙ্গিক বিস্তার পেয়েছে কিনা? অহেতুক কোনো বিবরণ বা পুনরাবৃত্তি না থাকা সুস্থ চিত্রনাট্যের জন্য বাঞ্ছনীয়। সেইসঙ্গে এও লক্ষ রাখা প্রয়োজন যে চিত্রনাট্যকার তাঁর নির্মিত চিত্রনাট্যে দর্শকদের উপভোগের যথেষ্ট উপকরণ দিয়েছেন তো? কিন্তু যদি সেটি অতিরিক্ত হয় এবং চিত্রনাট্যকারের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কার্যকর না হয় তবে তাও বাদ দিতে হবে।

ছ) সংশোধন

চিত্রনাট্যকার যতবার প্রয়োজন মনে করবেন, তিনি তাঁর অধিকার শর্তে চিত্রনাট্যটি তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত তা সংশোধন করতে পারেন। সেটি তাঁর সন্তুষ্টির জায়গায় না

পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি এই বদল ঘটাতে পারেন, এবং তাতেও সঠিক ভাবে চিত্রনাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ না হলে তিনি তা পুনরায় তা সংশোধন করতে পারেন।

জ) চিত্রনাট্যের সঠিক বিন্যাস

চিত্রনাট্যে এমন কিছু অংশ আছে যেগুলি চিত্রনাট্যকারকে সঠিক বিন্যাস মেনে উপস্থাপন করতে হবে সঠিক শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। এই বিন্যাস কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, নিম্নে সেই বিষয়গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল—

জ.১ দৃশ্যের শিরোনাম— দৃশ্য শিরোনাম অংশে দৃশ্যের অবস্থান ও পরিবেশ বর্ণনা করা হয়। দৃশ্য শিরোনামটি মোটা হরফে লেখার নিয়ম, ইংরাজিতে লেখা হলে তা বড় হরফে (capital word) লেখার নিয়ম। এরপর দৃশ্যটির অবস্থান লেখা হয় অর্থাৎ দৃশ্যটির প্রেক্ষাপট ভিতরে না বাইরে, বাংলাতে লিখলে ভিতর কিংবা বাহির লেখা প্রয়োজন আর ইংরাজিতে লিখলে INT বা EXIT লিখতে হয়। তারপর দৃশ্যটির অবস্থানের বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিখতে হবে। অর্থাৎ দৃশ্যটির জায়গা ও পারপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে লিখতে হবে দৃশ্যটির সময়কাল অর্থাৎ দৃশ্যটি সংগঠিত হবার প্রকৃত সময়, তা দিন না রাত সে বিষয়টি নির্দেশিত থাকবে।

জ.২ দৃশ্যটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ— এই অংশে দৃশ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়ে থাকে। এই বর্ণনা বর্তমান কালের আঙ্গিকে হওয়া প্রয়োজন। এই বিশেষ অংশটি মূলত চিত্রনাট্য পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সহায়তা করে। তবে এই পরিচ্ছেদটি অতি সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন, যা মূলত তিন থেকে পাঁচ লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

জ.৩ চরিত্রের নাম— চিত্রনাট্যের এই অংশে মূল চিত্রনাট্যটি শুরু করার পূর্বে চরিত্রের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়, তবে এক্ষেত্রে লেখার জন্য বাংলায় লিখলে মোটা হরফ ও ইংরাজিতে লেখলে All Caps-ব্যবহার করা প্রয়োজন। আর যদি কোন কারণে চরিত্রের নাম না থাকে তবে চরিত্রের জীবিকা বা কার্যকরিতা হিসাবে তাকে উল্লেখ করতে হবে যেমন ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক ইত্যাদি। এই বিশেষ অংশটি বাম দিকের মার্জিন থেকে ৩.৫'' মার্জিন ছেড়ে লিখতে হবে। যদি চরিত্রটি দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যমান না থাকে তবে সেটাও উল্লেখ করে OS (off screen) এবং যদি কোনো চরিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয় তবে VO (voice over) কথাটি চরিত্রটির নামের পাশে অবশ্যই লেখা থাকবে।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। চিত্রনাট্যকারের পালনীয় কর্তব্য সম্বন্ধে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৩.৫ চিত্রনাট্যকারের সমস্যা ও সংকট

চলচ্চিত্র, T.V. সিরিয়াল, নাটক কিংবা ওয়েব কনটেন্ট—প্রভৃতি নানা কনটেন্ট দর্শকের তখনই পছন্দ হয় যখন এর চিত্রনাট্যে থাকে নতুনত্ব। চিত্রনাট্যের গ্রন্থনের বিশষত্বে একটি অতি সাধারণ কাহিনিও অনন্য হয়ে ওঠে। একসময় চিত্রনাট্যকারেরাই ছিলেন চলচ্চিত্রের প্রাণভোমরা, যাদের নামেই চলচ্চিত্রের অনেকটা আকর্ষণ নির্ভর করতো। কিন্তু দিনে দিনে ক্রমে এই অবস্থার মান কমেছে, বিভিন্ন সমস্যার মুখে পড়েছে আজকের বাংলা চিত্রনাট্য তথা সামগ্রিক ভাবে বলতে গেলে চিত্রনাট্যকার স্বয়ং। এর কারণ একদিকে পেশাদার চিত্রনাট্যকারের সংখ্যা কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে একক ব্যক্তির সর্বজ্ঞ হয়ে ওঠার প্রবণতা। এই কথা বলার কারণ আজকাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গল্প-চিত্রনাট্যের কাজটা সেরে নিচ্ছেন পরিচালক স্বয়ং। এরফলে প্রযোজক খুশি, কারণ চলচ্চিত্র নির্মাণের বাজেট বহুলাংশে কমছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে যে চিত্রনাট্য তথা চলচ্চিত্রের অবনতি হচ্ছে, তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই বর্তমান চলচ্চিত্র নির্মাতাদের। অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে একটি চলচ্চিত্র বা নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ গল্প-চিত্রনাট্য যাঁর সৃষ্টি, তিনি অধিকতর অবহেলিত, বঞ্চিত হন। মর্যাদা তো দূরের কথা, অনেক সময় তাঁর নির্ধারিত সম্মানি পর্যন্ত মেলে না, আবার কখনো নামটাই হয়ে যায় উধাও। আবার অনেকসময় এমন ঘটছে সস্তার অন্বেষণে চলচ্চিত্র নির্মাতারা এমন এক জনের হাতে চিত্রনাট্য লেখার দায়িত্ব দেন যিনি স্বভাবত নিজেই স্বচ্ছভাবে জানেন না তার লেখা চিত্রনাট্যটি নাটক, সিনেমা নাকি ওয়েব কনটেন্ট ?

চিত্রনাট্যকারকে কেন্দ্র করে এই যে বর্তমানের সমস্যা ও সংকট তার বাইরেও চিত্রনাট্যকারের কিছু বিশেষ সমস্যা বর্তমান, সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল—

এসব সংকটের ভিড়েও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম্গুলোতে যেসব কনটেন্ট আসছে, সেগুলোর জন্য দীর্ঘ সময় নিয়ে গবেষণা করে লেখা হচ্ছে চিত্রনাট্য। এতে চিত্রনাট্যের মান যেমন বাড়ছে, সম্ভাবনাও হচ্ছে প্রকট। তবে চিত্রনাট্য লেখার আলাদা যে ধারা তৈরি হয়েছে, সেটা আশাব্যঞ্জক। ওটিটিতে যারা লিখছে, তারা গবেষণা করে, নতুন ভাবনা নিয়ে কাজ করছে। সমালোচনা থাকতে পারে, তবে তার ইতিবাচক দিকটাই বেশি। টেলিভিশনে ডিটেইলে কিংবা নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার সীমাবদ্ধতা আছে; যেহেতু ড্রয়িংরুম মিডিয়া, পরিবারের সবাই মিলে দেখে। ওটিটিতে সেই স্বাধীনতা পাওয়া যায়না। টিভিতে যেমন আঞ্চলিক ভাষার একটি নাটক করায়, সেটা খুব জনপ্রিয় হয়। এরপর ওটারই শর্টকাট রাস্তা খোঁজে অনেকে। ওই গল্প কিংবা গল্পের কোনো চরিত্র নিয়ে এদিক-সেদিক করে নাটক বানিয়ে ফেলে! এই নকলবাজি করে আসলে সঠিক চিত্রনাট্য হয় না। আরেকটা বিষয় হলো, এখনকার নাটক দিনশেষে ইউটিউবে যাচ্ছে। ফলে অনেকের মধ্যেই ভিউ বাড়ানোর চিন্তা। এখন চিত্রনাট্য লেখার সময়ই যদি ভাবেন, ভিউয়ের জন্য লিখব, তাহলে আসলে চর্চাটা থাকে না। চিত্রনাট্যকার কিংবা নাট্যকার হিসেবে আগে হুমায়ূন আহমেদ মানুষদের চিনতাম। কিন্তু এখন কি এমন কেউ আছেন, যাঁকে নাট্যকার হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে চেনা যায়? আলাদা কিছু না করতে পারলে স্বতন্ত্র

পরিচয় তৈরি হবে না। টেলিভিশনের বাজেট তো একদম তলানিতে। ফলে সম্মানিও তেমনই। জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী বাদে অন্য সবার অবস্থা হলো—কাজ করলে আছি, না করলে নেই। চিত্রনাট্যকারদের অবস্থাও তেমনই। নতুনদের অনেকে অভিযোগ করেন, সম্মানি পান না ঠিকঠাক। অনেকের নামও উল্লেখ করা হয় না। জাতিগতভাবে আমরা অন্যের মেধা বা সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে চাই না। আর ভালো ভাবনা নিয়ে, সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে কেউ যদি লিখতে চান, খুব বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন না, এটা নিশ্চিত। কেউ যদি অর্থই চান, সেটার পথও খোলা আছে। সে ক্ষেত্রে শুধু টাকাই অর্জন হবে, নাম-যশ আসবে না।

শুধুই চিত্রনাট্য লেখেন, এ রকম মানুষের খুব অভাব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পরিচালক নিজেই কাজটি করেন। আবার অন্য কাউকে দিয়ে কিছুটা চিত্রনাট্য করিয়ে তাঁর সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করে দেন পরিচালক। ফলে চিত্রনাট্যকার ব্যাপারটাই পরিষ্কার নয়। চিত্রনাট্যের সম্মানি নির্ভর করে নানা বিষয়ের ওপর। সম্ভাবনা নিয়ে বললে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রনাট্যের ওপর। অনেকের মধ্যেই আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। যদিও বেশির ভাগের ঝোঁক ফিল্মমেকিংয়ে। তবে আলাদা করে চিত্রনাট্য লিখতে চায়, এমনও অনেক আছে। আর নতুনদের জন্য জায়গা সব সময় খোলা। যিনি চিত্রনাট্য করবেন, তাঁর নিজস্ব সৃজনশীলতা, নিষ্ঠা ও ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে তিনি কতটুকু এগোতে পারবেন।

এখন কাজ একটু কম। ফলে চিত্রনাট্যকাররা বিপদেই আছেন। আর যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের মধ্যে কোনটা চলচ্চিত্র, কোনটা নাটক, কোনটা ওয়েব কনটেন্ট—এসব গুলিয়ে ফেলছেন। যেটাকে আমরা সিনেমা বলছি, সেটা আদৌ সিনেমা হচ্ছে না; যেটাকে সিরিজ বলা হচ্ছে, সেটা আদতে ধারাবাহিক নাটক হয়ে যাচ্ছে! যেহেতু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা নেই, ফলে নতুন চিত্রনাট্যকাররা এগুলোর পার্থক্য করতে পারছেন না। প্রতিটি দৃশ্যমাধ্যমের গুরুত্ব ও পরিধি সম্পর্কে জানা জরুরি। এ ক্ষেত্রে কিছু কর্মশালা থাকলে ভালো হতো। একজন চিত্রনাট্যকারকে অবশ্যই নির্দেশনা জানতে হবে। তিনি কোন দৃশ্য কেমন চান, কিভাবে দৃশ্যটা ধারণ করা হবে, সেটা জানা জরুরি। এখানে চিত্রনাট্যকারদের সম্মানি পর্যাপ্ত নয়। ধরুন, একিট ছবির বাজেট প্রায় ২০ কোটি টাকা। সেখান থেকে চিত্রনাট্যকারকে কতই বা দিচ্ছেন? পুরো বাজেটের ১ শতাংশও চিত্রনাট্যকারের জন্য বরাদ্দ থাকে না। একটি ভালো দিক আছে, চিত্রনাট্যকাররা টাকা আগেই পেয়ে যান। বেশির ভাগ সময়ই টাকার অঙ্কটা খুব কম। চিত্রনাট্য লেখাকে পেশা হিসেবে নেওয়া এই দেশে এখনো খুব সংকটের ব্যাপার। যদি একটি কমন প্ল্যাটফর্ম্ থাকত, তাহলে সংকটের কিছুটা সমাধান আসত। সিনেমার চিত্রনাট্যকারদের একটি সংগঠন আছে— নাটকেরও আলাদা সংগঠন আছে। তবে সম্মিলিত একটি প্ল্যাটফর্ম্ থাকা দরকার, যেখান থেকে চিত্রনাট্যকারদের বিভিন্ন গ্রেড করা হবে। সেই গ্রেড অনুসারে তাঁরা সম্মানি চাইতে পারবেন।

একসময় নাট্যকারদের নামেই নাটক দেখতাম আমরা। এখন সেই চিত্র নেই। এমন অনেক যিনি ভাবতেন, অভিনেতা যে সংলাপটি বলছেন এটি বুঝি তাঁরই লেখা। একজন নাট্যকার যে ঘটনাক্রম সাজিয়ে চিত্রনাট্য দাঁড় করান, এটা তাঁরা জানেনই না। সাধারণের কথা বাদ দিই, নাটকের লোকজনের মধ্যেও চিত্রনাট্যকারের ব্যাপারে এক ধরনের উদাসীনতা অথচ একটি নাটকের স্রষ্টা চিত্রনাট্যকার। তাঁরা

বলেন, ভালো গল্প পেলে কাজ করেন। ভালো গল্পটি যিনি লেখেন, তাঁকে সম্মান দিতে কুণ্ঠা দেখে অবাক হই। সম্মানির বিষয়টি আসলে আপেক্ষিক। প্রথমত একজন চিত্রনাট্যকারের মেরুদণ্ড থাকাটা খুব দরকার। কারণ তিনি চিত্রনাট্যের মাধ্যমে একটি দর্শন প্রকাশ ও প্রচার করেন। সেটা মূল্যায়নের মাধ্যমেই তাঁর সম্মানি নির্ধারিত হয়।

১৩.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- চিত্রনাট্যকে সঠিকভাবে বুঝে নিয়ে নিজের বাস্তব চলচ্চিত্রীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তাকে নিজের সৃজনী শক্তির সংমিশ্রণে ব্যবহার করতে পারবেন।
- চিত্রনাট্যকার কে, সে বিষয়ে জানতে পারলাম।
- একজন সফল চিত্রনাট্যকার হয়ে ওঠার শর্ত বা যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল।
- চিত্রনাট্যকারের পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে সুষ্ঠু অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল ।

১৩.৭ অতিরিক্ত পঠন

- **দাশগুপ্ত, ধীমান (২০২০); চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ; কলকাতা : বাণীশিল্প**
- দাশগুপ্ত, ধীমান (২০০৯); সিনেমার অ আ ক খ; কলকাতা : বাণীশিল্প
- দাশগুপ্ত, ধীমান (১৯৯৩); সিনেমার আঙ্গিক; কলকাতা : বাণীশিল্প
- রায়, সত্যজিৎ (২০১৪); বিষয় চলচ্চিত্র; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
- রাউত, সৈকত (২০২৩); প্রসঙ্গ : চিত্রনাট্য; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- সাহা, মানবেন্দ্রনাথ (২০১২); চিত্রনাট্য সাহিত্যের নতুন ভুবন; কলকাতা : প্রতিভাস

১৩.৮ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। মানব সমাজে প্রত্যেক শিল্পীর ক্ষেত্রেই তাঁর শিল্পী হয়ে ওঠার কিছু যোগ্যতা থাকে, কিছু শর্তের উত্তরণেই একজন সাধারণ ব্যক্তি সার্থক চিত্রনাট্যকার হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ কেবল লেখার ইচ্ছে থেকেই একটি সার্থক চিত্রনাট্য নির্মাণ সম্ভব নয়, এর পেছনে যেমন কাজ করে চিত্রনাট্যকারের গভীর অধ্যবসায় ঠিক তেমনি কার্যকর হয় তার চলচ্চিত্রীয় জ্ঞান। ..... এইভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১৩.৩ অংশ)

২। উপরে বর্ণিত যোগ্যতার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তি যখন চিত্রনাট্যকার হয়ে ওঠেন তখন তাঁর কিছু নির্দিষ্ট কাজ তাঁকে একজন চিত্রনাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। আমরা এবার চিত্রনাট্যকারের সেই সকল চিত্রনাট্যকারের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিভিন্ন ভাষায় লেখা চিত্রনাট্যগুলোকে ভালো করে অধ্যয়ন

করা। এক্ষেত্রে চিত্রনাট্যকারকে তাঁর পছন্দের কিছু চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য পড়তে হবে।..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১৩.৪ অংশ)

? ১৩.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। চিত্রনাট্যকারের যোগত্যা সম্বন্ধে লিখুন।

২। চিত্রনাট্যকারের পালনীয় কর্তব্যগুলো উল্লেখ করুন।

৩। চিত্রনাট্যকারের সমস্যা ও সংকটগুলো উল্লেখ করুন।

*** *** ***